

📖 সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হাদিস নম্বরঃ ০

০। মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা) (المقدمة)

পরিচ্ছেদঃ ৫. হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রিওয়াযাত গ্রহণ করা উচিত নয়; বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়য নয়, বরং ওয়াজিব; ওটা গীবাত নয়- যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম; ক্ষতিকারক জিনিসগুলো দূর করে শারীআতের বিধানসমূহ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত করা অতীব প্রয়োজন।

باب فِي أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرَحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمَكْرَمَةِ

আরবী

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ، قَبْلَ أَنْ يُظْهَرَ، مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانُ بِالرَّجْعَةِ .

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْهَمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، وَأَخُوهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا .

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا، يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ - أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ - إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ . قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا .

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ، يَقُولُ عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ . قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ . فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا نَخْرُجُ مَعَهُ مِنْ خَرَجٍ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ . يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي أَخْرَجُوا مَعَ فَلَانٍ . يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا أُسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكَرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا .

قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو الرَّازِيَّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيْتُهُ قَالَ نَعَمْ . شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصِرُّ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ .

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ - وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ - يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ - فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ

اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِزْرَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِزْرَةَ .

বাংলা

(.../...) সালামাহ ইবনু শাবীব (রহঃ) সুফইয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা আকীদাহ প্রকাশের পূর্বে হাদীস বর্ণনা করত। তার ভ্রাতা আকীদাহ প্রকাশের পর লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। কিছু সংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফইয়ান (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, সে কী আকীদাহ পোষণ করত? তিনি বললেন, সে রাজ'আতে বিশ্বাস করেছে।

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) জাবির ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আবু জাফার এর (ইমাম মুহাম্মাদ বাকির) সূত্রে আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্তর হাজার হাদীস মওজুদ আছে। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইমাম বাকির মধ্যে বিস্তার সময়ের ব্যবধান হেতু সমুদয় হাদীস মুনকাতি ও জাবিরের আকীদাহ খারাপ হওয়াতে রিওয়াযাতগুলো মিথ্যা বলে প্রতীয়মান)।

(.../...) হাজ্জাজ ইবনু শাইর (রহঃ) জাবির ইবনু ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহায়র (রহঃ) বলেন, এরপর সে একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বলল, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।

(.../...) ইবরাহীম ইবনু খালিদ আল ইয়াশকুরী (রহঃ) জাবির ইবনু ইয়াযীদ জুকী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে।

(.../...) সালামাহ ইবনু শাবীব (রহঃ) সুফইয়ান বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জাবির জুফীকে প্রশ্ন করতে শুনেছিঃ "আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা, তিনি উত্তম ফায়সালাকারী"— (সূরাহ ইউসুফ ১২ঃ ৮০)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি জাবিরকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন জাবির বলেনঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। এ কথা শুনে সুফইয়ান (রহঃ) বললেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমাইদী বলেন) আমরা সুফইয়ান (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফইয়ান (রহঃ) বললেন, “রাফীযীরা বলে, ‘আলী (রাযিঃ) মেঘের রাজ্যে অবস্থান

করছেন। আমি তার বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হবো না, যে পর্যন্ত আলী (রাযিঃ) আকাশ থেকে আওয়াজ না দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের সাথে জিহাদে বেরিয়ে পড়ো।" জাবির বলেন, এ হল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফইয়ান (রহঃ) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

(.../...) সালামাহ্ (রহঃ) সুফইয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এতো-এতো পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়।

মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি আবু গাসসান মুহাম্মাদ ইবনু আমুর আর রাযী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি জারীর ইবনু আবদুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারিস ইবনু হাসীরাহ তার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি একজন মিতভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর কাজে বাড়াবাড়ি করেন। (রাফিযী বাতিল আকীদাহ পোষণ করে।)

(.../...) আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আদ দাওরাকী (রহঃ) আইয়ূব (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। (মানে ইচ্ছামত কম বেশি করে)। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে হাদীসের মধ্যে সংযোজন করে (মিথ্যা জুড়ে দেয়)।

(.../...) হাজ্জাজ ইবনু শাইর (রহঃ) হাম্মাদ ইবনু যায়দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (রহঃ) আমাকে বলেছেন, আমার এক প্রতিবেশী আছে। তিনি তার গুণাবলী ও ইলমের আলোচনা করে পরে বললেন, সে আমার সামনে দুটি খেজুরের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিলে আমি তার সাক্ষ্য বৈধ বলে গ্রহণ করব না।

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ও হাজ্জাজ ইবনু শাইর (রহঃ) 'আবদুর রাযাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার (রহঃ) বলছেন, আমি আইয়ূব (রহঃ) কে কখনো গীবাত করতে দেখিনি। কিন্তু আবদুল কারীমের অর্থাৎ আবু উমাইয়্যার গীবাত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা সে আমাকে ইকরিমাহ্ (রহঃ) এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, আমি ইকরিমাহ্ (রহঃ) থেকে শুনেছি *।

English

Chapter: That Which is Related to the Statements ‘The Chain of Narration is from the Religion’; ‘Transmissions are not Taken Except from Trustworthy Narrators’; and ‘Criticism of the Narrators With What is Permissible Regarding Them, Even Obligatory and That It is not the Prohibited Kind of Backbiting, Rather it is the Defense of the Noble Sharī’ah’

Salamah bin Shabīb narrated to me, al-Humaydī narrated to us, Sufyān narrated to us, he said:

‘The people would transmit from Jābir before there appeared what appeared, then when there appeared what appeared, the people imputed him in his Ḥadīth and some of the people abandoned him’. So it was said to [Sufyān]: ‘What appeared?’ [Sufyān] said: ‘Belief in ar-Raj’ah’.

Hasan al-Hulwānī narrated to us, Abū Yahyā al-Himmānī narrated to us, Qabīсах and his brother [Sufyān bin Uqbah] narrated to us, that they heard al-Jarrāh bin Malīh saying, I heard Jābir say:

‘I have 70,000 Ḥadīth all of which are on authority of Abū Ja’far on authority of the Prophet, peace and blessings upon him’.

Hajjāj bin ash-Shā’ir narrated to me, Ahmad bin Yūnus narrated to us, he said, I heard Zuhayr saying, Jābir said, or, I heard Jābir saying:

‘Indeed I have fifty thousand Ḥadīth that I have not narrated from at all’. [Zuhayr] said: ‘Then that day he related a Ḥadīth and said, ‘This is from the fifty thousand’.

Ibrāhīm bin Khālīd al-Yashkurī narrated to me, he said, I heard Abūl-Walīd saying, I heard Sallām bin Abī Mutī’ saying, I heard Jābir al-Ju’fī saying:

‘I have fifty thousand Ḥadīth on authority of the Prophet, peace and blessings upon him’.

Salamah bin Shabīb narrated to me, al-Humaydī narrated to us, Sufyān narrated to us, he said, I heard a man ask Jābir about the verse:

{Thus I will never depart from the land until my father permits me or Allah decides for me, and He is the best of Judges}[Yūsuf: 80]. Jābir said: ‘An interpretation has not come to me about these [verses]’. Sufyān said: ‘He lied’. We said to Sufyān: ‘What did he mean by this?’ [Sufyān] said: ‘Indeed the Rāfiḍah say, ‘Alī is in the clouds and we will not emerge along with he who will emerge from his children [the Khalīfah] until a caller calls from the heaven, meaning Alī: ‘Ride out along with so-and-so [meaning the promised Mahdī]’. Jābir said, ‘that is an interpretation for these verses’, and he would lie as they were regarding the brothers of Yūsuf, peace be upon him’.

Salamah narrated to me, al-Humaydī narrated to us, Sufyān narrated to us,

he said:

‘I heard Jābir talking about something like 30,000 Ḥadīth [that] I did not regard as permissible to mention anything from, and that to me was like this and that [Ḥadīth].’

Muslim said, I heard Abū Ghassān Muhammad bin Amr ar-Rāzī say, ‘I asked Jarīr bin Abd il-Hamīd: ‘Did you meet al-Hārith bin Hasīrah? He said: ‘Yes, [he is a] Shaykh of lengthy silence; he persisted in a grave matter.’

Ahmad bin Ibrāhīm ad-Dawraqī narrated to me, he said Abd ur-Rahman bin Mahdī narrated to me, on authority Hammād bin Zayd, he said, Ayyūb mentioned a man one day and said [about him]:

‘He is not upright in speech [i.e. he lies]’, and he mentioned another [person] and said: ‘He adds to records [i.e. he lies]’.

Hajjāj bin ash-Shā’ir narrated to me, Sulaymān bin Harb narrated to us, Hammād bin Zayd narrated to us, he said, Ayyūb said:

‘Indeed I have a neighbor’ and he mentioned some of his virtues, [and continued] ‘...even if he testified to me about two dates I would not see his testimony as permissible’.

Muhammad bin Rāfi’ and Hajjāj bin ash-Shā’ir narrated to me, they said Abd ur-Razzāq narrated to us, he said Ma’mar said:

‘I did not see Ayyūb speaking ill of anyone, ever, except for Abd al-Karīm-meaning Abū Umayyah’. So he mentioned him and said, may Allah have mercy on him ‘He is not trustworthy- he had asked me about a Ḥadīth of Ikrimah then said ‘I heard from Ikrimah’ [when relating the Ḥadīth].’

ফুটনোট

* এ প্রেক্ষিতে তার দাবী মিথ্যা, ফলতঃ তিনি দুর্বল।

হাদিসের মান: সহীহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=46751>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন